UNIC Dhaka

জাতিসংঘ সংবাদ
DATELINE UN

A Monthly News Bulletin from UNIC Dhaka

Discover natural fibres 2009

আগস্ট ২০০৯ August 2009

২১তম বর্ষ অষ্টম সংখ্যা Volume-XXI, No. VIII

আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবসের ইতিবৃত্ত

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ১৯৯৪ সালের ২৩ ডিসেম্বরের ৪৯/২১৪ সংখ্যক প্রস্তাবের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, আন্তর্জাতিক আদিবাসী দশক চলাকালে প্রতি বছর ৯ আগস্ট আন্তর্জাতিক আদিবাসী পালিত হবে। ৯ আগস্ট হলো মানবাধিকার এগিয়ে নেয়া ও রক্ষাবিষয়ক সাব-কমিশনের আদিবাসী জনগণ সংক্রান্ত জাতিসংঘ কার্যগ্রুপের ১৯৮২ সালে অনুষ্ঠিত সভার প্রথম দিন।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ১৯৯৩ সালকে আন্তর্জাতিক আদিবাসী বর্ষ ঘোষণা করে এবং একই বছর পরিষদ ১৯৯৪ সালের ১০ ডিসেম্বর থেকে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দশক ঘোষণা করে (প্রস্তাব ৪৮/১৬৩)। প্রথম আদিবাসী দশকের লক্ষ্য ছিল মানবাধিকার, পরিবেশ, উন্নয়ন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে আদিবাসী জনগণ যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয় সেগুলো সমাধানে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদার করা। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক আদিবাসী দশক শুরু হয় ২০০৫ সালে।

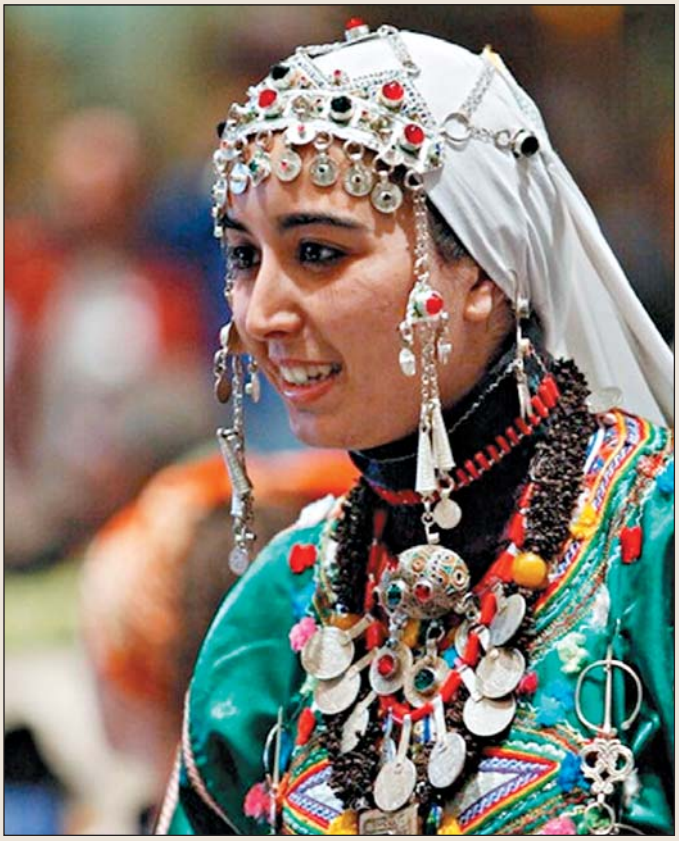

ইউএনপিএফআইআই প্রসঙ্গ এবং আদিবাসী জনগণ ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

বিশ্বের ৯০টির মতো দেশে আদিবাসী জনসংখ্যা ৩৭ কোটির বেশি

১৯২৩ সালে হউদেনসনস প্রধান দেশকাহেহ তাঁর জনগণের নিজেদের আইন-কানুন, নিজেদের ভূমি ও নিজেদের ধর্মবিশ্বাস নিয়ে জীবনযাপনের অধিকারের পক্ষে লীগ অব নেশনসে বক্তব্যদানের জন্য জেনেভা গমন করেন। কিন্তু সেখানে কথা বলার সুযোগ তিনি পাননি। বক্তব্যদানের সুযোগ না পেয়ে ১৯২৫ সালে তিনি দেশে ফিরে গেলেও পরবর্তী প্রজন্ম তাঁর স্বপ্ন লালন করেছে।

মাওরি ধর্মীয় নেতা টি ডব-ু রাতানাও অনুরূপ এক প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। নিউজিল্যান্ডের মাওরি জনগণকে তাদের ভূমির ওপর মালিকানা স্বত্ব দিয়ে ১৮৪০ সালে সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ করার

প্রতিবাদ জানাতে রাজা জর্জের কাছে আবেদন পেশ করার জন্য এক বিরাট প্রতিনিধি দল নিয়ে রাতানা প্রথম লন্ডন যান। কিন্তু রাজ-দর্শনের অনুমতি তিনি পাননি। এরপর তিনি তাঁর প্রতিনিধি দলের একটি অংশকে জেনেভায় লীগ অব নেশনসে পাঠান এবং পরে নিজে ১৯২৫ সালে সেখানে পৌঁছেন; কিন্তু সেখানেও তাঁকে প্রবেশাধিকার দেয়া হয়নি।

আজকে বিশ্বের ৭০টির মতো দেশে আদিবাসীর সংখ্যা ৩৭ কোটির বেশি।

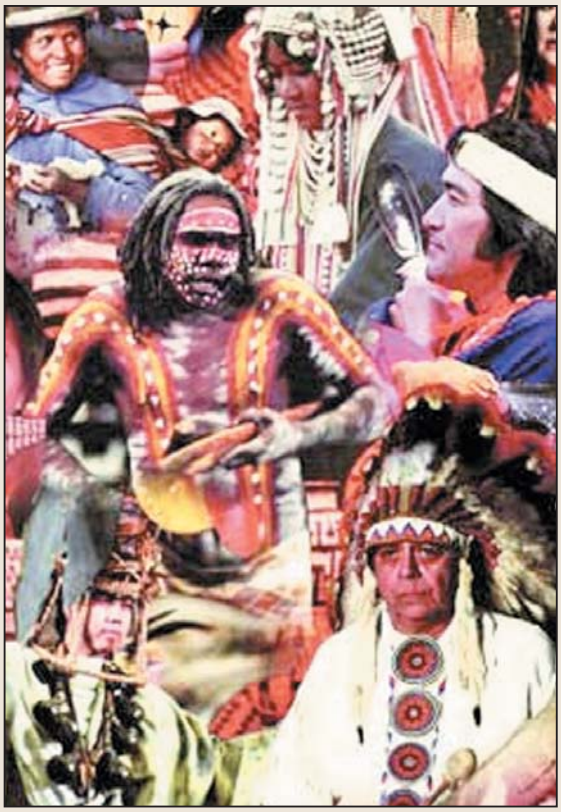

অনন্য সংস্কৃতি

আদিবাসী জনগণ অনন্য সংস্কৃতি লালন ও চর্চা করে এবং অন্যান্য মানুষ ও পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও সেই অনন্যতা বিদ্যমান। আদিবাসী জনগণ যেখানে বাস করে সেখানকার প্রভাবশালী সমাজের সঙ্গে থেকেও তারা তাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা ধরে রেখেছে। সাংস্কৃতিক ভিন্নতা সত্ত্বেও বিশ্বের বিভিন্ন আদিবাসী গ্রুপ স্বতন্ত্র মানুষ হিসেবে তাদের অধিকার রক্ষা সম্পর্কিত অভিন্ন সমস্যার ভাগীদার।

বিশ্বের আদিবাসী জনগণ তাদের পরিচিতি, তাদের জীবনধারা ও ঐতিহ্যগত ভূমি, ভূখণ্ড ও প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর অধিকারের স্বীকৃতি চায়; কিন্তু ইতিহাস জুড়ে তাদের অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে। বিশ্বের সবচেয়ে অসুবিধাগ্রস্ত ও ঝুঁকিপূর্ণ জন গ্রুপগুলোর মধ্যে আদিবাসী জনগণও রয়েছে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এখন স্বীকার করে যে, বিশ্বের আদিবাসী জনগণের অধিকার রক্ষায় বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন।

জাতিসংঘ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯৮২ সালে মানবাধিকার এগিয়ে নেয়া ও রক্ষা বিষয়ক সাব-কমিশনের (যা ইতোপূর্বে বৈষম্যরোধ ও সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা বিষয়ক সাব-কমিশন নামে অভিহিত) আদিবাসী জনগণ সংক্রান্ত কার্যগ্রুপ (ডব্লু-জিআইপি) প্রতিষ্ঠা করে।

আদিবাসী জনগণের অধিকার বিষয়ক ঘোষণা

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ২০০৭ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার *Aw`evmx RbM‡Yi AwaKvi welqK †NvlYv* গ্রহণ করে। এই ঘোষণা এ যাবৎকালে গৃহীত আদিবাসীদের অধিকারের সবচেয়ে ব্যাপক বিবৃতি, যাতে সম্মিলিত অধিকারগুলোকে এমন প্রাধান্য দেয়া হয়েছে যা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনে এক নজিরবিহীন পর্যায় পরিগ্রহ করেছে। এই ঘোষণা গ্রহণ স্পষ্টতম জ্ঞাপন যে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় আদিবাসীদের পৃথক ও সম্মিলিত অধিকারগুলো রক্ষায় অঙ্গীকারবদ্ধ হচ্ছে। ১৯৮৫ সালে কার্যগ্রুপের আন্তরিকভাবে ঘোষণার খসড়া প্রণয়নে নিয়োজিত হওয়ার পর থেকে কুড়ি বছরের কাজের চূড়ান্ত রূপ হলো এই ঘোষণা। প্রথম খসড়া প্রণীত হয় ১৯৯৩ সালে এবং মানবাধিকার কমিশন এরপর কার্যগ্রুপ ও সাব-কমিশনের মানবাধিকার বিশেষজ্ঞদের গৃহীত খসড়া পর্যালোচনার জন্য ১৯৯৫ সালে নিজস্ব কার্যগ্রুপ গঠন করে।

আদিবাসী জনগণ সংক্রান্ত কার্যগ্রুপ ও অন্যান্য সভায় বিপুল সংখ্যায় অংশগ্রহণ ছাড়াও বিশ্বমঞ্চে আদিবাসী জনগণ আরো বেশি বিশিষ্ট ভূমিকা নিচ্ছে

১৯৮৯ সালে কানাডার গ্র্যান্ড কাউন্সিল অব দ্য ক্রিজের চিফ টেড মোসেস আদিবাসীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে জাতিগত বৈষম্যের বিরূপ প্রতিক্রিয়া নিয়ে জাতিসংঘের একটি বৈঠকে আলোচনার জন্য প্রথম আদিবাসী মনোনীত হন। এরপর থেকে, ক্রমবর্ধমান সংখ্যক আদিবাসী আদিবাসী সংক্রান্ত বৈঠকগুলোতে দায়িত্ব পাচ্ছেন।

১৯৯৩ সালের জুনে ভিয়েনায় দ্বিতীয় বিশ্ব মানবাধিকার সম্মেলনে শত শত আদিবাসী যোগদান করে এবং কেউ কেউ বক্তব্যও রাখে। সে বছর বিশ্ব আদিবাসী বর্ষও ছিল। সম্মেলনে আদিবাসীদের মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন জাতিসংঘের সব সদস্যের দায়িত্ব বলে স্বীকার করা হয় এবং আদিবাসীদের জন্য জাতিসংঘে একটি স্থায়ী ফোরাম বিবেচনার সুপারিশ করা হয়।

আন্তর্জাতিক আদিবাসী দশক

বিশ্বব্যাপী আদিবাসী জনগণের অধিকার এগিয়ে নেয়া ও রক্ষা করার প্রতি জাতিসংঘের অঙ্গীকার বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ১৯৯৪ সালে

আন্তর্জাতিক আদিবাসী দশকের সূচনা করে (১৯৯৫-২০০৪)। দশকের অংশ হিসেবে আদিবাসী জনগণ এবং তাদের ঐতিহ্যগত প্রথা, মূল্যবোধ ও চর্চা রক্ষা এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, গৃহায়ন, কর্মসংস্থান, উন্নয়ন ও পরিবেশ সংক্রান্ত প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জাতিসংঘের কয়েকটি বিশেষ সংস্থা আদিবাসী জনগণের সঙ্গে কাজ করছে।

দ্বিতীয় বিশ্ব আদিবাসী দশক

সাধারণ পরিষদের ৫৯/১৭৪ সংখ্যক প্রস্তাবের মাধ্যমে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক আদিবাসী দশক (২০০৫-২০১৫) ঘোষণা এবং সাধারণ পরিষদের ৬০/১৪২ সংখ্যক প্রস্তাবের মাধ্যমে একটি জরুরি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় যা এ/৬০/২৭০, সচি.II দলিলে সন্নিবেশিত রয়েছে। দশকের লক্ষ্য হলো সংস্কৃতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানবাধিকার, পরিবেশ এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মতো ক্ষেত্রে আদিবাসীদের সমস্যাগুলো কর্মমুখী কর্মসূচি ও নির্দিষ্ট প্রকল্প, বর্ধিত কারিগরি সহায়তা ও প্রাসঙ্গিক মান নির্ধারণ কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাধানের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা আরো জোরদার করা।

দশকের পাঁচটি লক্ষ্যের মধ্যে রয়েছে

১. আইন, নীতি, সম্পদ, কর্মসূচি ও প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নের আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও জাতীয় প্রক্রিয়ায় বৈষম্যহীনতা বৃদ্ধি ও আদিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত করা।

২. আদিবাসীদের জীবনধারা ; ঐতিহ্যগত ভূমি ও ভূখ, সম্মিলিত অধিকার বা তাদের জীবনের অন্য যে কোনো বৈশিষ্ট্য হিসেবে সাংস্কৃতিক অখতাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করার মতো সিদ্ধান্তে অবাধ, পৌর্বিক ও অবহিত সম্মতির নীতি বিবেচনায় আদিবাসী জনগণের পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণ এগিয়ে নেয়া;

৩. যেসব উন্নয়ন নীতি ন্যায্যতার দৃষ্টিভঙ্গি বর্জিত এবং যেগুলো আদিবাসী জনগণের সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল সেগুলোসহ সাংস্কৃতিক দিক থেকে উপযুক্ত উন্নয়ন নীতিমালার সংজ্ঞা পুনর্নির্ধারণ করা;

৪. বাস্তব পরিমাপক এবং আদিবাসী নারী, শিশু ও যুবদের ওপর বিশেষ গুরুত্বসহ আদিবাসী জনগণের উন্নয়নে লক্ষ্য নির্ধারিত নীতি, কর্মসূচি, প্রকল্প ও বাজেট গ্রহণ করা;

৫. আদিবাসী জনগণের সুরক্ষা ও তাদের জীবন্নোয়নে আইনি, নীতি ও পরিচালন কাঠামো বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও বিশেষ করে জাতীয় পর্যায়ে জোরালো পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করা।

দশকের প্রতিপাদ্য হলো : 'কার্যক্রম ও মর্যাদার জন্য অংশীদারিত্ব।' দশকের প্রকল্পে সহায়তাদান এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এগিয়ে নেয়ার জন্য একটি ট্রাস্ট তহবিল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

আদিবাসী জনগণ প্রধান প্রধান বিশ্ব সম্মেলনেও অংশগ্রহণ করেছে, যেগুলোর মধ্যে রয়েছে ১৯৯২ সালে রিও ডি জেনিরোয় অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ পরিবেশ ও উন্নয়ন সম্মেলন, ১৯৯৫ সালে বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত বিশ্ব নারী সম্মেলন ও ১৯৯৬ সালের সামাজিক শীর্ষ সম্মেলন। ২০০১ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে অনুষ্ঠিত বিশ্ব বর্ণবিদ্বেষবিরোধী সম্মেলনেও আদিবাসী জনগণের প্রাধান্য ছিল।

চিত্রে জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের সাম্প্রতিক কার্যক্রম

আন্তর্জাতিক যুব দিবস পালন

আন্তর্জাতিক যুব দিবস পালন উপলক্ষে জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ইউ এন ভলান্টিয়ার এবং জাতিসংঘ যুব ও ছাত্র সমিতি যৌথভাবে এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কাজী আলী রেজার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে মূল বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্কস্থ জাতিসংঘ সদর দপ্তরের তথ্য কর্মকর্তা জনাব হাসান ফেরদৌস। আরও বক্তব্য রাখেন ইউ এন ভলান্টিয়ার প্রোগ্রাম অফিসার মিজ গজি ওটি এবং জাতিসংঘ ছাত্র ও যুব সমিতির সভাপতি নাফিজ ইমতিয়াজ। আলোচনা শেষে ছাত্রছাত্রীরা প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করে।

অংশগ্রহণকারী যুব প্রতিনিধি ও ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন হাসান ফেরদৌস

অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখছেন কাজী আলী রেজা

অংশগ্রহণকারীদের একজন প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করছে

আলোচনা অনুষ্ঠান শেষে অংশগ্রহণকারীদের গ্রুপ ছবি

১৭ আগস্ট ২০০৯

‘বিশ্ব শান্তির জন্য নিরস্ত্রীকরণ’

হিরোশিমা দিবস উপলক্ষে মানববন্ধন ও স্বাক্ষরতা অভিযান

হিরোশিমা দিবস উপলক্ষে জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র ও জাতিসংঘ যুব ছাত্র সমিতির যৌথ উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এক মানববন্ধন ও স্বাক্ষরতা অভিযানের আয়োজন করা হয়। এই কর্মসূচির প্রতিপাদ্য ছিল ‘বিশ্ব শান্তির জন্য নিরস্ত্রীকরণ’। অংশগ্রহণকারীরা নিরস্ত্রীকরণের পক্ষে ব্যানার, প-্যাকার্ড, ফেস্টুন ও পোস্টার প্রদর্শন করে। এছাড়া এ দিবসের প্রতি সংহতি প্রকাশ করে স্বাক্ষরতা অভিযানে অংশগ্রহণ করে। তথ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব কাজী আলী রেজা টিএসটির সামনে এই কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। এছাড়া অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে অংশগ্রহণ করেন জাতিসংঘ যুব ও ছাত্র সমিতির সভাপতি নাফিজ ইমতিয়াজ, জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের মো. মনিরুজ্জামান, যুব প্রতিনিধিবৃন্দ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ।

ছাত্রছাত্রীবৃন্দ নিরস্ত্রীকরণের পক্ষে র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করছে

শান্তির জন্য মানববন্ধন কর্মসূচি

নিরস্ত্রীকরণের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে স্বাক্ষর করছে ছাত্র ও যুব প্রতিনিধিবৃন্দ

মারণাস্ত্রের বিরুদ্ধে স্লে-াগান সংবলিত পোস্টার ও প-্যাকার্ড তৈরি করছে যুব প্রতিনিধিবৃন্দ

৬ আগস্ট ২০০৯

বিশ্ব মানবিক দিবসে জাতিসংঘ মহাসচিবের বাণী

১৯ আগস্ট ২০০৯ বিশ্ব মানবিক দিবস। এ উপলক্ষে জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুন একটি বাণী দিয়েছেন। বাণীতে তিনি বলেন :

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ঘোষিত আজ প্রথম বিশ্ব মানবিক দিবস।

আজ সেইদিন যেদিন আমরা অসহায়, বাক-সুযোগবঞ্চিত ও প্রান্ত জন, যেখানেই থাকুক না কেন, তাদের সাহায্যে নবতর অঙ্গীকার গ্রহণ করবো। এটা মানবহিতৈষী সম্প্রদায়ের চিরন্তন দায়িত্ব।

এটি সেইদিনও যেদিন আমরা বীরোচিত মানবহিতৈষী ব্যক্তিবর্গের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। এসব নারী-পুরুষ এসেছেন অনেক পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতা থেকে। কিন্তু তারা একটি দৃঢ়বিশ্বাসের ভাগীদার যে একজনের দুর্ভোগ অন্য প্রত্যেকের দায়িত্ব।

বাগদাদে জাতিসংঘ সদর দফতরে যে হামলায় মহান মানবহিতৈষী সেরগিও ভিয়েইরা ডি মেলোসহ ২২ জন নিবেদিতপ্রাণ নারী-পুরুষ নিহত হয়েছিলেন সেই হামলার বার্ষিকীতে এ দিনটি পালিত হচ্ছে।

তাদের উত্তরাধিকার থেকে আমরা প্রেরণা গ্রহণ করে চলেছি এবং এটা সামনে এগিয়ে নেয়ার দৃঢ় সংকল্পে অটল রয়েছি। সেরগিও ভিয়েইরা ডি মেলো ফাউন্ডেশন তাঁর নামে একটি বার্ষিক পুরস্কার প্রবর্তনের মাধ্যমে ঠিক এই কাজটিই করে যাচ্ছে, যে পুরস্কার শান্তিপূর্ণভাবে সংঘাত নিরসনে বিশেষ অবদানকে স্বীকৃতি দেবে।

সেরগিও এবং অন্য যেসব সহকর্মী সেই ভয়াবহ দিনে প্রাণ হারিয়েছিলেন, তাদের মতোই মানবহিতৈষী কর্মীরা অন্যদের সাহায্য করার জন্য সঙ্কটপূর্ণ অঞ্চলে ঝুঁকিপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাদের কাছে একটি বিস্মৃত সংঘাত ছাড়া আর কিছু বড় হতে পারে না।

কিন্তু এই মহৎ কাজটি করার জন্য, দুর্যোগ ও যুদ্ধের মাঝে হুমকি মোকাবিলার জন্য আমাদের সাহায্য তাদের প্রয়োজন। তাদের নিরাপদতা, নিরাপত্তা ও স্বাধীনতার জন্য তাদের প্রয়োজন আমাদের নিরলসভাবে কাজ করা।

বিশ্ব মানবিক দিবসের অর্থ হলো সঙ্কটে পতিত মানুষের যে সাহায্যের প্রয়োজন তা তাদের প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য তাদের ওপর আলোকপাত করা। আসুন এ লক্ষ্যে আমরা আমাদের প্রচেষ্টা জোরদার করি। আসুন আমাদের মানবিক অপরিহার্যতা আমরা পূরণ করি।

আফগানিস্তানে নির্বাচন উপলক্ষে জাতিসংঘ মহাসচিবের বিবৃতি

আফগানিস্তানে প্রেসিডেন্ট ও প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন উপলক্ষে জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুন একটি বিবৃতি দিয়েছেন। মহাসচিবের মুখপাত্র এ বিবৃতি প্রকাশ করে জানান : ২০ আগস্ট ২০০৯ তারিখে আসন্ন প্রেসিডেন্ট ও প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে ভোটের উপযুক্ত সব আফগান নারী-পুরুষকে মহাসচিব ভোটদানে উৎসাহিত করছেন। তিনি উলে-খ করেন যে, নির্বাচনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে আফগান জনগণ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো জোরদার করতে আফগানিস্তানকে সাহায্য করবে, দেশের রাজনৈতিক জীবনে নবতর বেগের সঞ্চার করবে এবং পরিশেষে তাদের জাতির শান্তি ও সমৃদ্ধিতে অবদান রাখার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করবে।

মহাসচিব সুষ্ঠু ও সফল নির্বাচন প্রক্রিয়া নিশ্চিত করার জন্য সব প্রার্থী, তাদের সমর্থক, রাজনৈতিক দলের এজেন্ট এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের প্রতি স্বাধীন নির্বাচন কমিশন, সংশি-ষ্ট অন্যান্য আফগান প্রতিষ্ঠান ও নির্বাচন প্রস্তুতিতে সহায়তাদানকারী আন্তর্জাতিক স্বার্থসংশি-ষ্টদের প্রতিও আহ্বান জানিয়েছেন।

নিউইয়র্ক
১৯ আগস্ট ২০০৯

বিশ্ব মানবিক দিবসে জাতিসংঘ মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের বিবৃতি

প্রথম বিশ্ব মানবিক দিবসে জাতিসংঘ মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার নাভি পিলে-ই এক বিবৃতিতে বলেন : 'আগস্টের ১৯ এমন একটা তারিখ যা জাতিসংঘের চেতনা এবং সারা বিশ্বে মানবিক ও মানবাধিকারের কাজে নিয়োজিত সব মানুষের স্মৃতিতে গভীরভাবে প্রোথিত রয়েছে : ২০০৩ সালে বাগদাদের কানাল হোটেলে একটিমাত্র বোমার আঘাতে মর্মান্তিকভাবে খুন হয় ২২টি মানুষ, যাদের বেশিরভাগই জাতিসংঘের স্টাফ।

অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি বা সভ্য সমাজ যে মৌলিক আইন ও নিয়মনীতির ওপর নির্ভর করে তাকে পরাহত করার সংকল্পে দৃঢ়বদ্ধ নিষ্ঠুর শক্তিগুলো এই প্রথমবারের মতোই যে মানবিক সাহায্য কর্মী, মানবাধিকার রক্ষক, শান্তিরক্ষী ও অসুবিধাগ্রস্তদের ভাগ্যোন্নয়নে কর্মরত অন্যদের ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করেছে তা কোনোভাবেই নয়। আমার নিজের সংস্থা ওএইচসিএইচআর পাঁচজন স্টাফ হারাবার প্রথম অভিজ্ঞতা অর্জন করে ১৯৯৭ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি, সে সময় রুয়ান্ডায় মানবাধিকার মাঠ কার্যক্রমের পাঁচ সদস্য নিহত হয়। আর দুঃখজনকভাবে, ২০০৩ সালের ১৯ আগস্ট থেকে পরবর্তীকালে আরো অগণিত জাতিসংঘ ও এনজিও কর্মীকে হত্যা এবং তাদের লক্ষ্য করে বোমা হামলা চালানো হয়েছে, যার মধ্যে সর্বাধিক উলে-খযোগ্য হলো ২০০৭ সালের ১১ ডিসেম্বর আলজিয়ার্সে একটি বোমার বিস্ফোরণ, যাতে আবার প্রাণ হারায় জাতিসংঘের ১৭ জন স্টাফ। আর আমি মাত্র শুনলাম যে, মঙ্গলবার ১৮ আগস্ট কাবুলে একটি আত্মঘাতী বোমার আঘাতে নিহতের মধ্যে জাতিসংঘের দু'জন স্টাফও রয়েছেন। আমি তাদের পরিবার ও সহকর্মীদের প্রতি গভীর শোক প্রকাশ করছি।

বাগদাদ ও আলজিয়ার্সে বোমা বিস্ফোরণের অপরাধের হোতারা সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের। তবে অন্যান্য ক্ষেত্রে, হত্যাকারীরা কখনো কোনো সরকার কিংবা সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন কোনো সংগঠনের হয়ে কাজ করেছে। যারা অন্যকে সাহায্যের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত তাদের হত্যা করা একটা ঘৃণ্য অপরাধ এবং যা রোধ করার জন্য আর রোধ করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে শাস্তি দেয়ার প্রচেষ্টায় সব সরকারকে হাত মিলাতে হবে। তাই যথোপযুক্তভাবেই, প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে গত ডিসেম্বরে বিশ্বের সব সরকারের বিশ্ব ফোরাম, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ১৯ আগস্টকে বিশ্ব মানবিক দিবস হিসেবে নির্ধারণে সম্মত হয়।

মানবিক সাহায্য কর্মীরা পুরোভাগে থেকে বাস্তুচ্যুত এবং সংঘাত, চিরদারিদ্র্য, খাদ্য ঘাটতি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অন্যান্য সঙ্কটে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণকে অন্তত ন্যূনতম একটা সহায়তা ও সুরক্ষাদানের চেষ্টা চালায়।

মানবিক কাজ এবং মানবাধিকার অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। অনেক ক্ষেত্রেই মানবাধিকারের অপব্যবহারের কারণে সর্বাগ্রে মানবিক সঙ্কট সৃষ্টি হয়। আর মানবিক সাহায্য ছাড়া হয়রানি থেকে আশ্রয় চাওয়ার অধিকার, শিক্ষার অধিকার এবং সবচেয়ে বড় মৌলিক অধিকার, জীবনের অধিকারসহ লাখ লাখ মানুষের মৌলিক মানবাধিকারগুলো অস্বীকৃত থেকে যাবে। অনুরূপভাবে কোনো মানবিক সঙ্কটকালে মানবাধিকার উপেক্ষিত হলে অনেকক্ষেত্রেই সঙ্কটের গভীরতা বাড়বে।

কানাল হোটেলে বোমা হামলা জাতিসংঘ ব্যবস্থার ভিত্তি নাড়িয়ে দেয়। নিহতদের মধ্যে আমার পূর্বসূরি

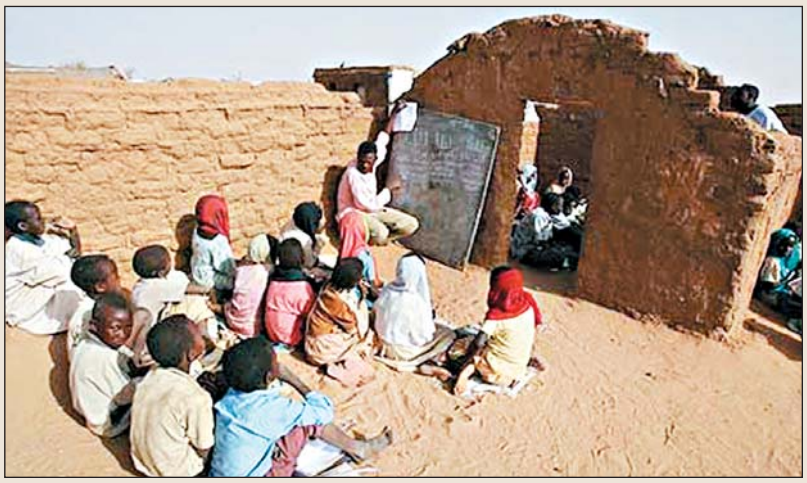

মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার সের্গিও ভিয়েইরা ডি মেলো ছিলেন। হাইকমিশনার দফতরের (ওএইচসিএইচআর) বেশ কয়েকজন স্টাফ ইরাকে শান্তি ও স্থিতিশীলতা আনার প্রচেষ্টায় সহায়তাদানের জন্য বিশেষ দায়িত্ব নিয়ে তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

মানবিক কাজ, মানবাধিকার ও রাজনৈতিক মধ্যস্থতার মধ্যে সংশে-ষসাধনের এক অনবদ্য অবস্থানে ছিলেন সের্গিও। মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার এবং জাতিসংঘ উদ্বাস্তু বিষয়ক সংস্থা ও ওসিএইচএর একজন প্রাক্তন শীর্ষ কর্মকর্তা হিসেবে তিনি অত্যন্ত তীক্ষ্ণভাবে মানবিক কাজ, মানবাধিকার ও শান্তি বিনির্মাণের মধ্যে অপরিহার্য, পারস্পরিক শক্তিবর্ধক সম্পর্ক দেখতে পান।

কানাল হোটেলে তাঁর সঙ্গে হতাহত ও জাতিসংঘ স্টাফ বিভিন্ন পরিবেশ-পরিস্থিতি থেকে এসেছেন। তাদের কেউ কেউ মানবিক সাহায্যদানে বিশেষজ্ঞ ছিলেন, কেউ ছিলেন মানবাধিকার বিশেষজ্ঞ, অন্যরা ছিলেন শান্তি বিনির্মাণ ও রাজনৈতিক আলোচনায় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। তারা সবাই এই অভিন্ন বিশ্বাসে কাজ করছিলেন যে, দশকের পর দশক ধরে সাদ্দাম হোসেন সরকারের ব্যাপক মানবাধিকার অপব্যবহারের পর এবং যে ধ্বংসাত্মক সংঘাত তাঁকে অপসারণ করেছে অথচ যা দেশটিকে দীর্ঘ বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের দিকে নিয়ে যাওয়ার হুমকি সৃষ্টি করেছিল তার প্রেক্ষিতে ইরাক পুনর্গঠনে তারা অবদান রাখতে পারবেন।

১৯ আগস্টের বোমা বিস্ফোরিত না হলে তারা কি সফল হতেন? লোমহর্ষক জাতিগত হানাহানি, হত্যা, ধর্ষণ ও অন্য যেসব অপব্যবহারে ইরাক জর্জরিত পরবর্তী বছরগুলোতে তা কি লাঘব হতো বা বহুলাংশে এড়ানো যেত? আমরা কখনো তা জানবো না।

কিন্তু তাদের এবং সমগ্র বিশ্বে তাদের মতো অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সব সাহায্যকর্মীর অন্যের জীবনোন্নয়নে তাদের নিঃস্বার্থ, অনেক ক্ষেত্রেই পুরস্কারবিহীন ও কখনো কখনো বিপজ্জনক প্রচেষ্টায় নিবেদিত বর্ষপঞ্জির এ দিনটি অতি অবশ্যই প্রয়োজন।

২৫০ বাংলাদেশি পুলিশ সদস্য জাতিসংঘ পদকে ভূষিত

কোটে ডি আইভয়ের (ইউএনওসিআই) জাতিসংঘ কার্যক্রমের ফরমড পুলিশ ইউনিট (এফপিইউ) নিয়োজিত ২৫০ বাংলাদেশি পুলিশ সদস্যকে জাতিসংঘ পুলিশ পদকে ভূষিত করা হয়েছে। ৩০ জুলাই ইয়ামোসোক্রোতে পদক প্রদান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পুলিশ কমিশনার কর্নেল পিয়েরে আঁদ্রে ক্যামপিনো।

পুলিশ দলটি পরিদর্শন শেষে কমিশনার ক্যামপিশে ইয়ামোসোক্রো, বউয়াকে ও বউনডিয়ালিতে তাদের দায়িত্ব পালনের এলাকায় শান্তির প্রতি অঙ্গীকার, সাহসিকতা ও ত্যাগ স্বীকারের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, 'আপনাদের এই জাতিসংঘ পদক দিতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আইভরির শান্তি প্রক্রিয়ায় আপনাদের উলে-খযোগ্য অবদানের প্রতীক এই পদক।'

ইয়োমোসোফ্রোতে (ব্যান এফপিইউ২) এফপিইউ অধিনায়ক সুপারিনটেনডেন্ট মাহবুব হাকিম ১৯৭৪ সাল থেকে জাতিসংঘ কার্যক্রমে বাংলাদেশের অংশগ্রহণের ইতিহাস তুলে ধরেন। শান্তির জন্য কাজ করতে গিয়ে রণাঙ্গনে যারা জীবন দিয়েছেন তাদের জন্য প্রার্থনা করতে তিনি উপস্থিত সবাইর প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, 'আমাদের সাদরে বরণ করে নেয়া এবং কাজ সম্পাদনে সহায়তাদানের জন্য আমি স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও জনগণকে ধন্যবাদ জানাই।'

ইয়োমোসোফ্রোর মেয়র মি. জিন জনরাংবে কউয়াকু এবং আইভরীয় রাজনৈতিক রাজধানীর ঐতিহ্যগত ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা কর্তৃক ইউএন হাউজ, আইডিবি ভবন, বেগম রোকেয়া সরণী, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাসিক সংবাদ বুলেটিন : নির্বাহী সম্পাদক : কাজী আলী রেজা, ফোন : ৮১১ ৮৬ ০০, ওয়েব : www.unicdhaka.org

A Monthly News Bulletin published by the United Nations Information Centre, Dhaka, Bangladesh. Executive Editor : Kazi Ali Reza, Phone : 811 86 00 e-mail : info.unic@undp.org, website : www.unicdhaka.org